

জাতীয় কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ সেবা বুলেটিন

০৪ নভেম্বর ২০২০ (বুধবার)

[সময়কাল: ০৪.১১.২০২০-০৮.১১.২০২০]



ডিসক্রেইমার

কৃষি আবহাওয়া তথ্য পদ্ধতি উন্নতকরণ প্রকল্পের আওতায় পরীক্ষামূলকভাবে জাতীয় পর্যায়ে এবং ৬৪ টি জেলায় প্রেরণের লক্ষ্যে কৃষি আবহাওয়া সংক্রান্ত পরামর্শ সেবা সম্বলিত বুলেটিন তৈরি করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সকলের মূল্যবান মতামত ও পরামর্শের জন্য কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হলো।

যোগাযোগের ঠিকানা: ফারহানা হক, সবুজ রায়

ই-মেইল: pdamisdp@dae.gov.bd

ফোন: ০২-৫৫০২৮৪১৪, ০২-৫৫০২৮৪১৮

মুখ্য কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ

করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা বজায় রাখুন।

করোনা ভাইরাস কোভিড-১৯ সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষ কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য ফসল সংগ্রহ বা ব্যবস্থাপনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখুন, মুখে মাস্ক ব্যবহার করুন এবং বাংলাদেশ সরকারের অন্যান্য দিক নির্দেশনা বজায় রাখুন।

আবহাওয়া পরিস্থিতি ও কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ:

লঘুচাপের বর্ধিতাংশ উত্তর বঙ্গোপসাগরে অবস্থান করছে।

বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী ২৪ ঘণ্টায় বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; খুলনা ও সিলেট বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং সারাদেশের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

পরবর্তী ৭২ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের প্রবণতা হ্রাস পেতে পারে।

মধ্যমেয়াদি পূর্বাভাস অনুযায়ী আগামী পাঁচ দিনে দেশের অধিকাংশ জেলায় বৃষ্টিপাত হওয়ার সম্ভাবনা নেই। এসব জেলার জন্য নিম্নলিখিত কৃষি আবহাওয়া পরামর্শ প্রদান করা হয়েছে।

আমন ধান:

- সেচ দিন এবং জমির প্রয়োজনীয় পানির স্তর বজায় রাখুন।
- নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। বাদামী গাছ ফড়িং এর আক্রমণ দেখা দিলে পরিষ্কার আবহাওয়া এবং বৃষ্টিপাতের পূর্বাভাস না থাকলে হেক্টর প্রতি ১২৫ মিলি ইমিডাক্লোপ্রিড প্রয়োগ করুন।
- হলুদ মাজরা পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি হেক্টরে ১.৪ কেজি কার্টাপ অথবা ৭৫ গ্রাম থায়ামেথোক্সাম+ক্লোরানট্রানিলিপোল প্রয়োগ করুন।
- গান্ধী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- পাতা মোড়ানো পোকাকার আক্রমণ নিয়ন্ত্রণে হেক্টর প্রতি ১.৭ কেজি কার্বারিল অথবা ১.১২ কেজি আইসোপ্রোক্যার্ব/এমআইপিসি প্রয়োগ করুন।
- বিভিন্ন ধরণের পোকাকার আক্রমণ থেকে রক্ষা পেতে নিয়মিত মাঠ পর্যবেক্ষণ করুন। পোকা নিয়ন্ত্রণের জন্য আলোক ফাঁদ ব্যবহার করুন।
- খোল পোড়া রোগ দমনের জন্য পর্যায়ক্রমে ভেজা ও শুকনা পদ্ধতিতে সেচ ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়। এছাড়া ফলিকুর/নেটিভো/স্কোর অনুমোদিত মাত্রায় প্রয়োগ করা যায়।
- ব্যাকটেরিয়াজনিত পাতা পোড়া রোগের প্রাথমিক অবস্থায় ৬০ গ্রাম এমওপি, ৬০ গ্রাম থিওভিট ১০ লিটার পানিতে মিশিয়ে ৫ শতাংশ জমিতে প্রয়োগ করতে হবে। খোড় বের হওয়ার আগে রোগ দেখা দিলে বিঘাপ্রতি ৫ কেজি পটাশ সার উপরি প্রয়োগ করতে হবে।

- বর্তমান আবহাওয়ায় ব্লাস্ট রোগ দেখা দিতে পারে। এ রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রতি বিঘা জমিতে ট্রাইসাইক্লোজল/স্ট্রবিন গুপের অনুমোদিত ছত্রাকনাশক ৬৭ লিটার পানিতে ভালভাবে মিশিয়ে শেষ বিকালে ৫-৭ দিন অন্তর দু'বার স্প্রে করতে হবে। ব্লাস্ট রোগ দেখা দিলে জমিতে পানি ধরে রাখতে হবে। পাতা ব্লাস্ট রোগের জন্য রোগের প্রাথমিক অবস্থায় এবং শীঘ্র ব্লাস্ট রোগ দমনের জন্য রোগ হওয়ার আগেই ছত্রাকনাশক প্রয়োগ করতে হবে।
- ফসল সংগ্রহের ১৫ দিন আগে জমি থেকে পানি নিষ্কাশন করুন।
- ফসল ৮০% পরিপক্ব হলে রৌদ্রজ্বল দিনে সংগ্রহ করুন।

সবজি:

- হালকা সেচ প্রয়োগ করুন।
- বেগুনে ডগা ও ফল ছিদ্রকারী পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে কীড়াসহ আক্রান্ত ডগা কেটে ধ্বংস করুন। ফেরোমন ফাঁদ ব্যবহার করে পোকাকার বংশবৃদ্ধি অনেকটা কমিয়ে আনা সম্ভাব্য। একান্ত প্রয়োজনে কেবল মাত্র পরিমিত মাত্রায় নির্দিষ্ট ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক কীটনাশক অথবা স্থানীয়ভাবে সুপারিশকৃত জৈব কীটনাশক ব্যবহার করুন।
- লাউ জাতীয় সবজিতে মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ফেরোমন ও বিষটোপ ফাঁদের যৌথ ব্যবহার করুন। আলফা সাইপারমেথ্রিন গুপের বালাইনাশক ব্যবহার করা যেতে পারে।
- লাউ জাতীয় সবজিতে পাউডারি মিলডিউ দেখা দিলে হেক্সাকোনাজল অথবা মেনকোজেব প্রয়োগ করুন।
- শিম ও বাঁধাকপিতে জাব পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে ক্লোরোপাইরিফস গুপের বালাইনাশক অনুমোদিত মাত্রায় ব্যবহার করুন।

উদ্যান ফসল:

- ফল বাগানের আন্তঃপরিচর্যা করতে হবে।
- কলাগাছের পাতায় সিগাটোকা রোগের লক্ষণ দেখা দিলে প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি স্কোর অথবা ২ গ্রাম নোইন বা ব্যাভিস্টিন অথবা ০.১ মিলি একোনাজল/ফলিকোর মিশিয়ে ১৫-২০ দিন অন্তর ২-৩ বার স্প্রে করতে হবে।
- পেয়ারায় মিলিবাগের আক্রমণ হলে অনুমোদিত বালাইনাশক ব্যবহার করুন। প্রতি লিটার পানিতে ৫ গ্রাম হারে গুড়া সাবান মিশিয়ে স্প্রে করেও এ পোকা দমন করা যায়।
- পেয়ারায় ফলের মাছি পোকাকার আক্রমণ দেখা দিলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করুন।

গবাদি পশু:

- খাদ্যে বিষক্রিয়ার ঝুঁকি এড়াতে গবাদি পশুকে ননফডার খাওয়ানো থেকে বিরত থাকুন।
- গাভীর ওলানের সমস্যা সমাধানে সচেষ্টি হোন।
- রোগ প্রতিরোধে গবাদি পশুকে টীকা দিন।
- গোয়াল ঘর শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

হাঁসমুরগী:

- রোগ প্রতিরোধে হাঁসমুরগীকে টীকা দিন।
- হাঁসমুরগীর খোয়ার শুকনা ও পরিষ্কার রাখুন।
- যে কোন রোগের লক্ষণ দেখা দিলে যথাযথ চিকিৎসার জন্য দ্রুত পশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

মৎস্য:

- পুকুরের পানি পরিষ্কার করার জন্য চুন প্রয়োগ করুন।
- পোনা ছাড়ার আগে অপ্রয়োজনীয় মাছ বের করে নিন।
- যে কোন পরামর্শের জন্য স্থানীয় মৎস্য অফিসের সাথে যোগাযোগ রাখুন।

দেশের বিভিন্ন এলাকার আবহাওয়া পরিস্থিতি

গত ২৪ ঘন্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (০৪ নভেম্বর ২০২০, সকাল ০৬টা পর্যন্ত) এবং ০৩ নভেম্বর ২০২০ এ সর্বোচ্চ তাপমাত্রা, ০৪ নভেম্বর ২০২০ এ সর্বোনিম্ন তাপমাত্রা নিচে দেওয়া হলো:

বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	বিভাগের নাম	পর্যবেক্ষণ-গারের নাম	বৃষ্টিপাতের পরিমাণ (মি: মি:)	সর্বোচ্চ তাপমাত্রা	সর্বনিম্ন তাপমাত্রা	
ঢাকা	ঢাকা	সামান্য	৩১.৬	২৩.২	রাজশাহী	রাজশাহী	০০	৩২.২	১৭.৩	
	টাঙ্গাইল	০০	৩২.৭	১৮.৫		ঈশ্বরদী	০০	৩২.০	১৯.০	
	ফরিদপুর	০০	৩৩.০	২২.০		বগুড়া	০০	৩২.৫	১৯.৬	
	মাদারীপুর	০০	৩২.০	২৪.৩		বদলগাছী	০০	৩১.৫	১৭.৩	
	গোপালগঞ্জ	সামান্য	৩১.৭	২২.১		তাড়াশ	০০	৩২.৬	২১.৪	
	নিকলি	০০	৩০.৮	XX						
ময়মনসিংহ	ময়মনসিংহ	০০	৩২.৩	২১.৪	রংপুর	রংপুর	০০	৩২.০	১৯.৫	
	নেত্রকোনা	০০	৩১.৩	২২.৫		দিনাজপুর	০০	৩২.০	১৯.০	
						সৈয়দপুর	০০	৩২.৬	১৮.৪	
চট্টগ্রাম	চট্টগ্রাম	৩০	৩০.৪	২২.৫	খুলনা	খুলনা	০০	৩২.২	২৩.২	
	সন্দ্বীপ	৮৩	৩০.২	২২.৩		মংলা	০০	৩২.২	২৩.৫	
	সীতাকুন্ড	১৮	৩১.০	২৩.৩		সাতক্ষীরা	০০	৩২.৭	২২.৫	
	রাঙ্গামাটি	০৩	২৯.৮	২৩.৩		যশোর	০০	৩২.২	১৯.৮	
	কুমিল্লা	০০	৩২.২	২৫.১		চুয়াডাঙ্গা	০০	৩২.৩	১৮.৭	
	চাঁদপুর	০৭	৩২.০	২৬.২		কুমারখালী	০০	৩২.৫	২১.৪	
	মাইজদীকোট	১৩	৩০.৬	২৪.৩						
	ফেনী	০৭	৩১.৫	২৩.৪		বরিশাল	বরিশাল	সামান্য	৩১.১	২৪.৭
	হাতিয়া	৪১	৩০.২	২৩.৮			পটুয়াখালী	০৪	৩০.৯	২৫.৫
	কক্সবাজার	১২	৩১.০	২৩.০			খেপুপাড়া	০০	৩১.৪	২৫.২
	কুতুবদিয়া	১৩	৩০.০	২৪.৩	ভোলা	০৭	৩১.০	২৪.৫		
	টেকনাফ	০৬	৩০.২	২৩.৫						
সিলেট	সিলেট	০০	৩১.৭	২৫.৪						
	শ্রীমঙ্গল	০০	৩৩.০	২৪.৪						

প্রধান বৈশিষ্ট্য সমূহঃ-

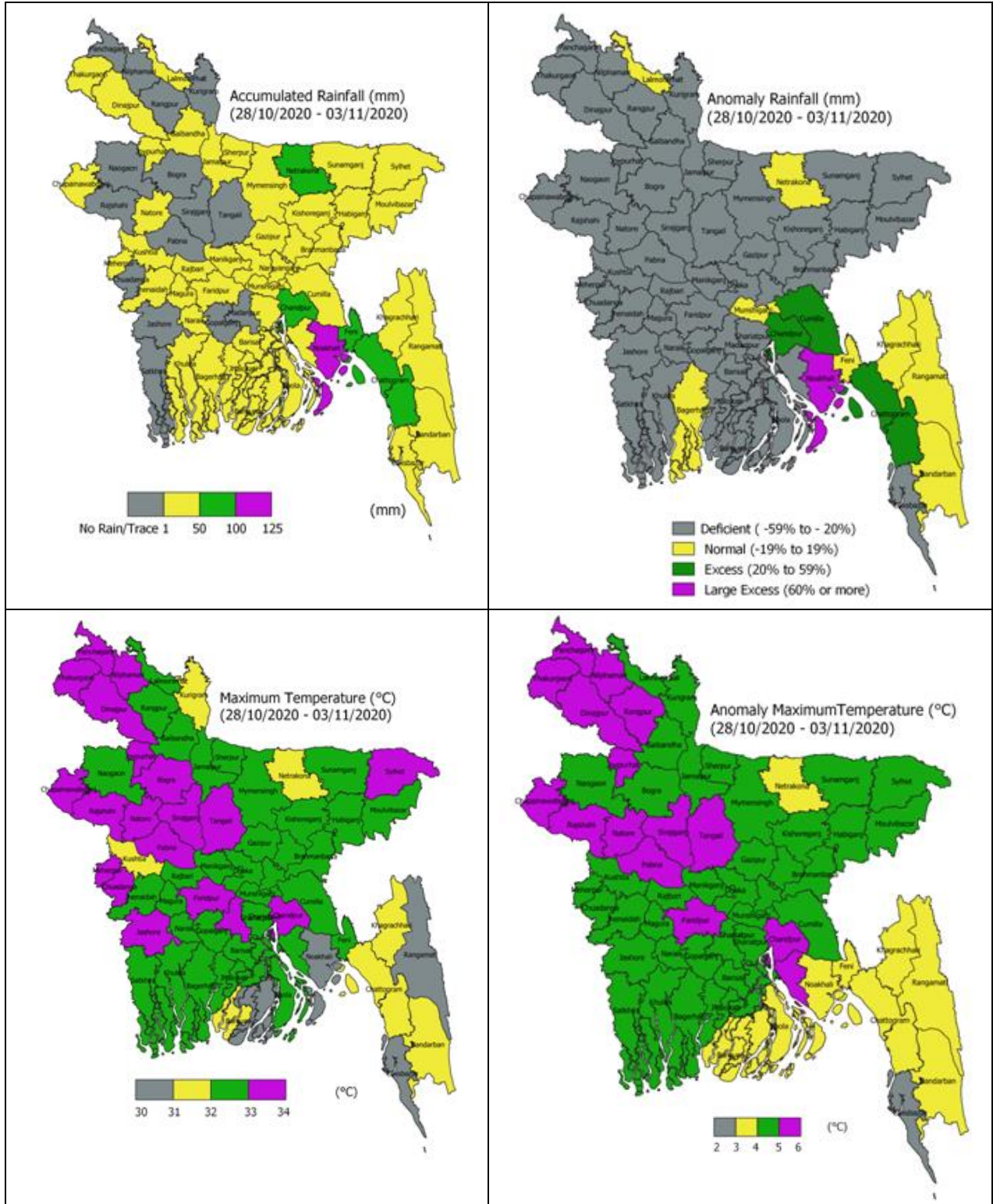
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক উজ্বল সূর্যকিরণ কালের গড় ৫.২৫ ঘন্টা ছিল ।
- গত সপ্তাহে দেশের দৈনিক বাষ্পীভবনের গড় ২.৬৭ মিঃ মিঃ ছিল ।

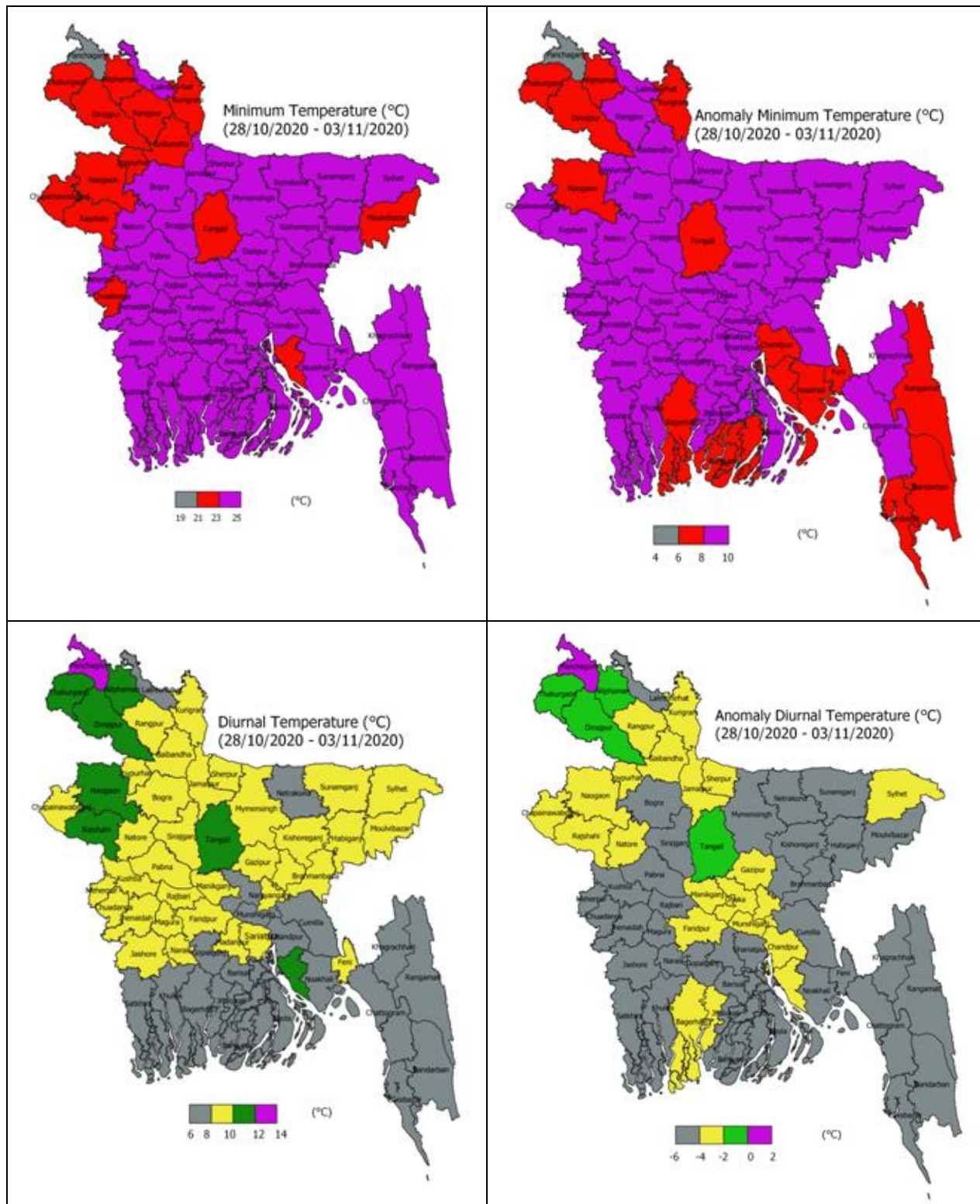
সকাল ০৯ টা থেকে পরবর্তী ২৪ ঘন্টার আবহাওয়ার পূর্বাভাসঃ

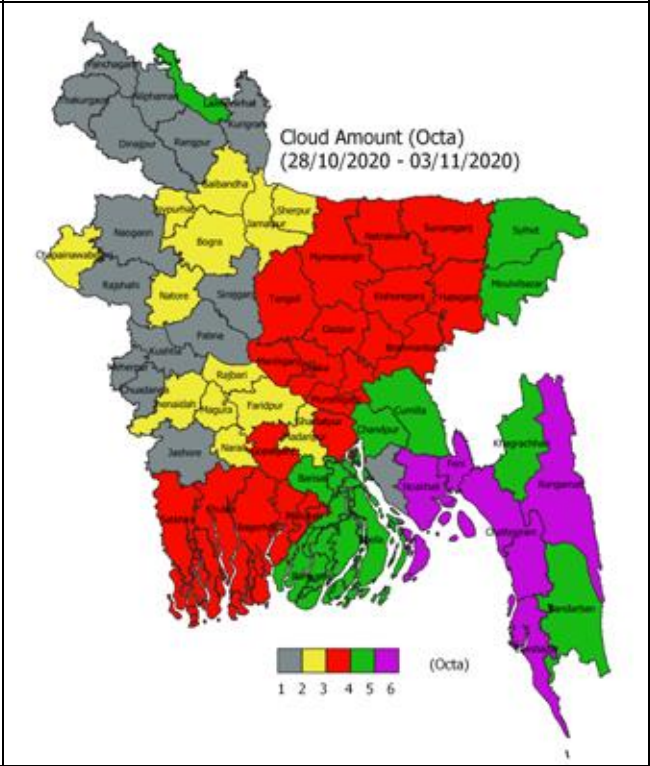
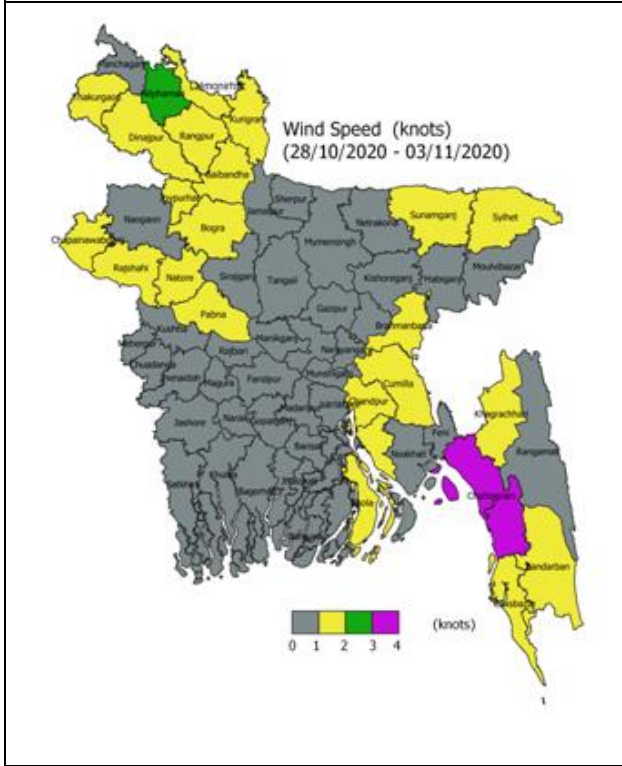
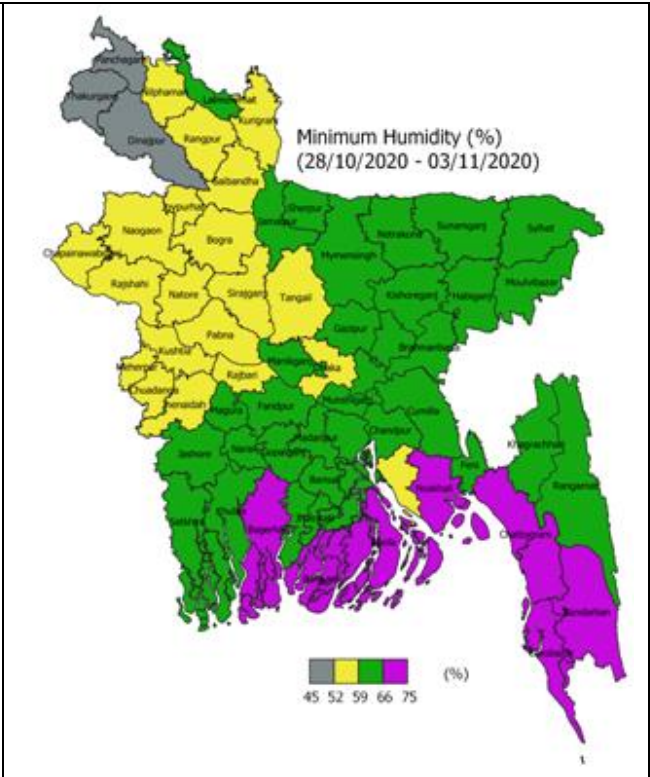
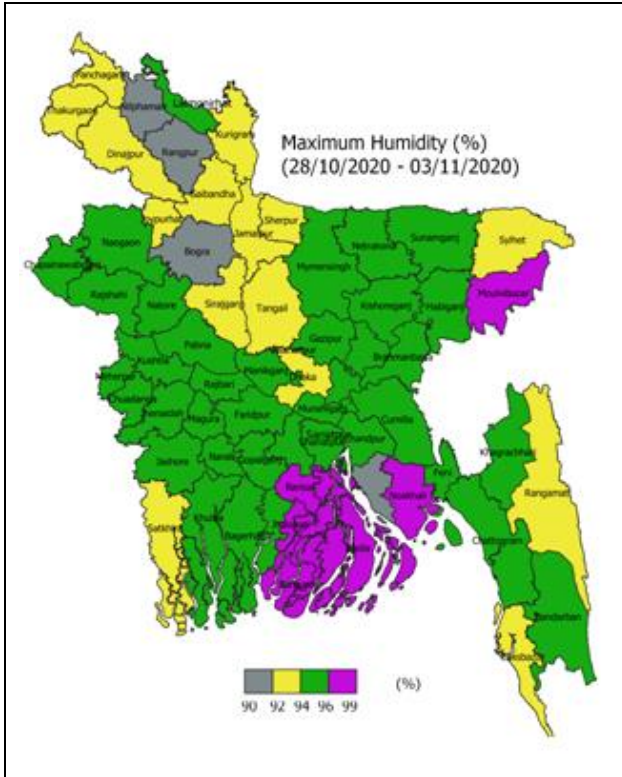
পূর্বাভাস: বরিশাল ও চট্টগ্রাম বিভাগের অধিকাংশ জায়গায়; খুলনা এবং চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা বিভাগের দু'এক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ বৃষ্টি/বজ্রবৃষ্টি হতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে।

তাপমাত্রা: রংপুর, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ বিভাগের রাতের তাপমাত্রা সামান্য হ্রাস পেতে পারে। এছাড়া দেশের অন্যত্র রাতের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে এবং সারাদেশের দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।

সপ্তাহের শেষে (০৩ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) আবহাওয়া প্যারামিটারের স্থানিক বন্টন







আবহাওয়া পূর্বাভাস

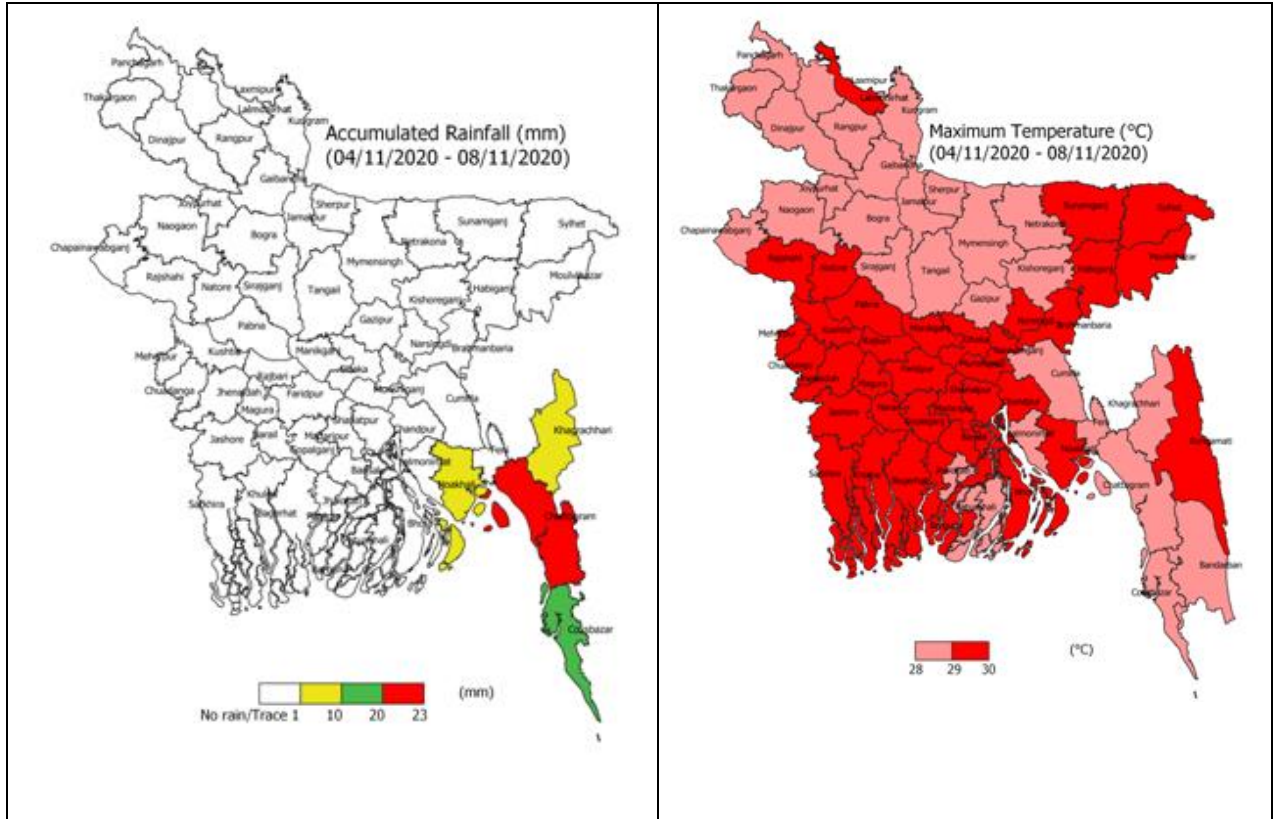
আবহাওয়া পূর্বাভাস ০১/১১/২০২০ হতে ০৭/১১/২০২০ তারিখ পর্যন্ত:

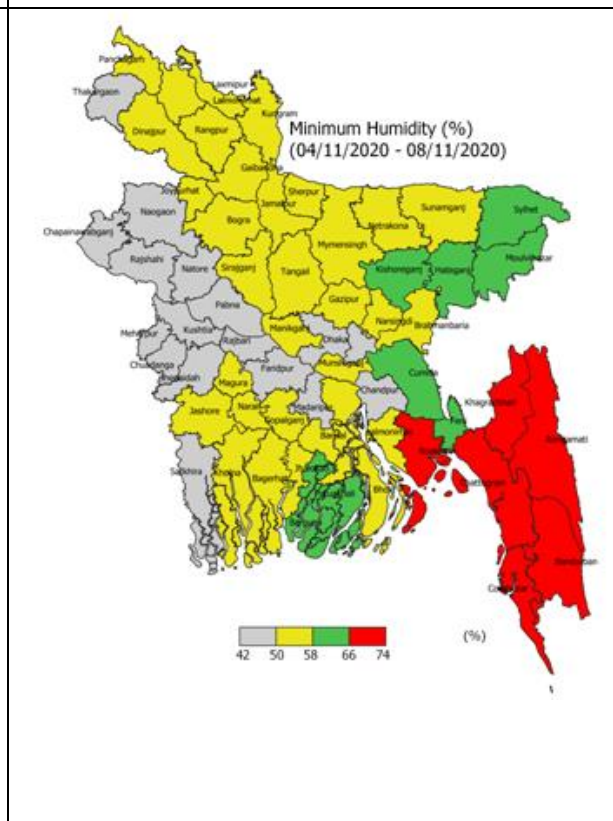
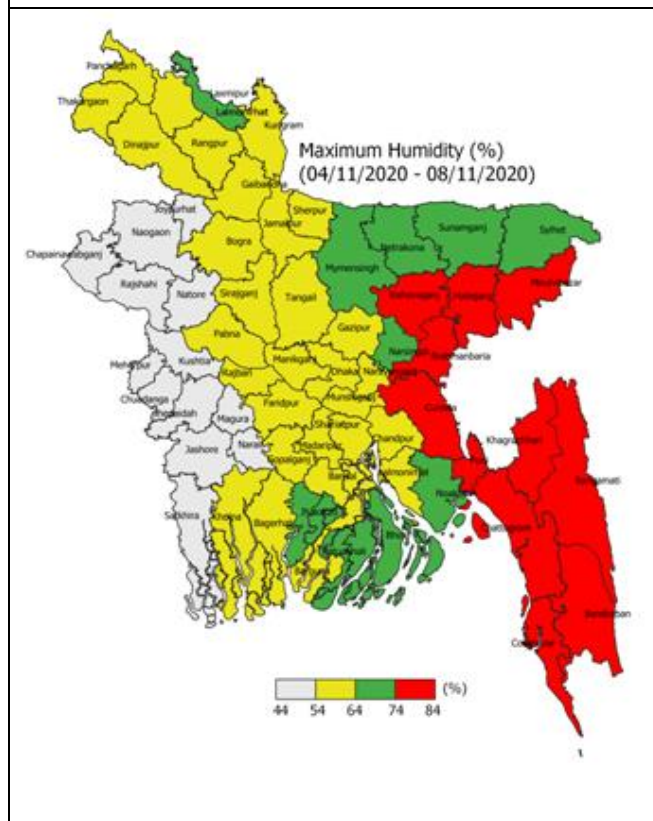
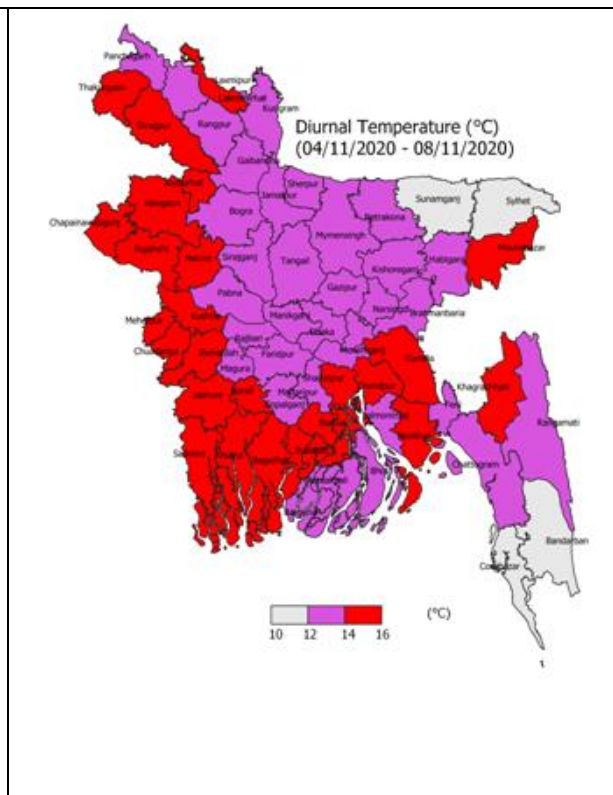
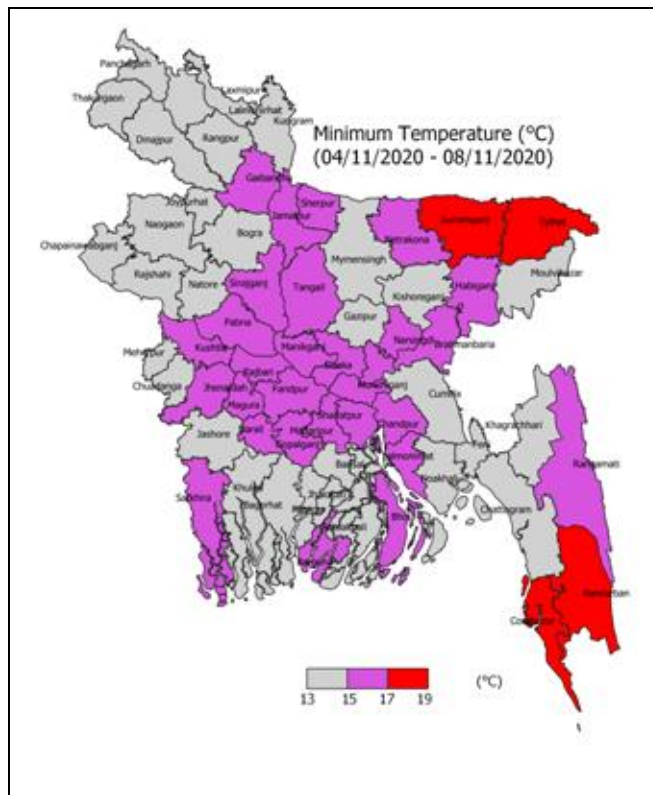
এ সপ্তাহে দৈনিক উজ্জ্বল সূর্য কিরণ কাল ৪.০০ থেকে ৫.০০ ঘণ্টার মধ্যে থাকতে পারে ।

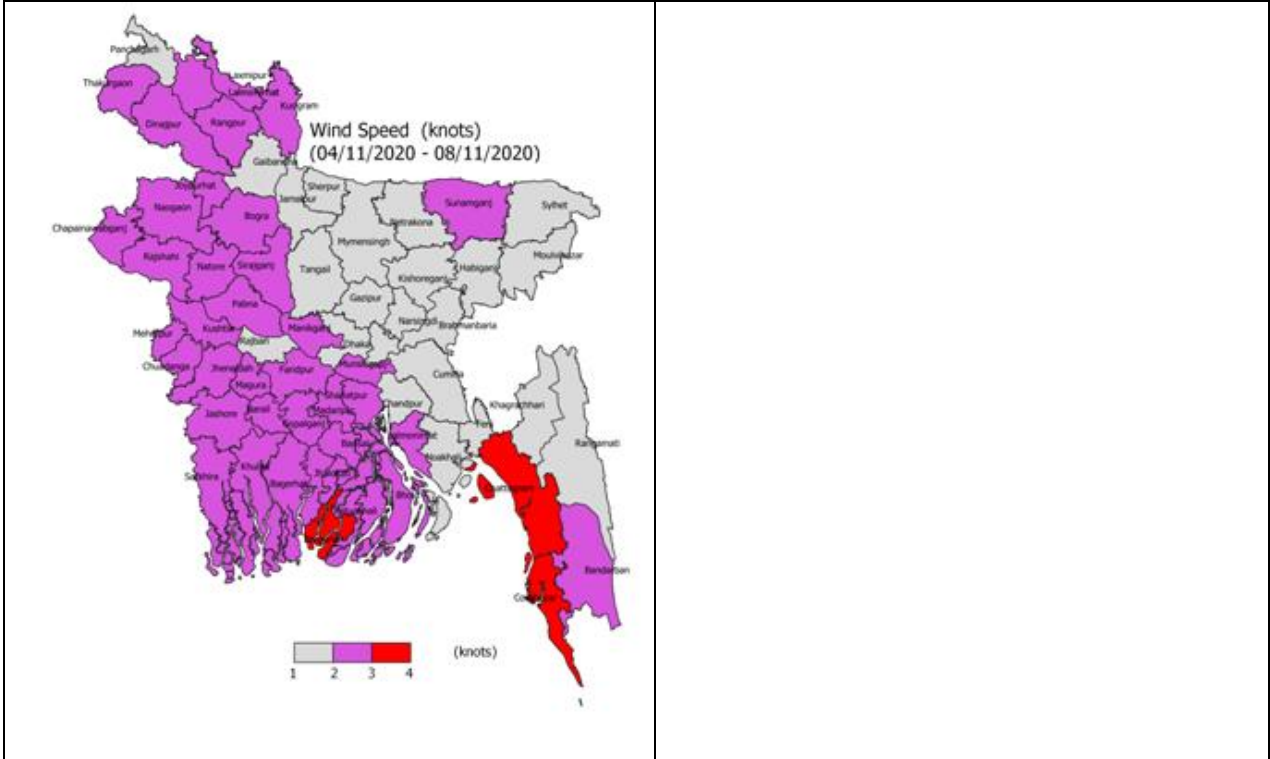
এ সপ্তাহের বাষ্পীভবনের দৈনিক গড় ২.৭৫ মিঃ মিঃ থেকে ৩.৭৫ মিঃ মিঃ থাকতে পারে ।

- এ সময় সিলেট, চট্টগ্রাম, ঢাকা, ময়মনসিংহ, খুলনা ও বরিশাল বিভাগের অধিকাংশ স্থানে এবং রাজশাহী ও রংপুর বিভাগের কিছু কিছু স্থানে হালকা (০৪-১০ মি.মি./প্রতিদিন) থেকে মাঝারী (১১-২২ মি.মি./প্রতিদিন) ধরনের বৃষ্টি/বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে এবং সেই সাথে চট্টগ্রাম ও বরিশাল বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারী ধরনের ভারী (২৩-৪৩ মি.মি./প্রতিদিন) থেকে ভারী (৪৪-৮৮মি.মি./প্রতিদিন) বর্ষণের সম্ভবনা রয়েছে ।
- এ সময়ের দ্বিতীয়ার্ধে সারা দেশের আকাশ আংশিক মেঘলাসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে ।
- এ সময় দিন ও রাতের তাপমাত্রা (১-২^০সে) কমতে পারে ।

আগামী ৫ দিনের জেলাওয়ারী পরিমানগত আবহাওয়া পূর্বাভাস (০৪ নভেম্বর হতে ০৮ নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত)







বাংলাদেশের উপর বিভিন্ন উপগ্রহ থেকে প্রাপ্ত তথ্য:

